The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp. 47 - 58)
Published in February, 2025

সন্ধির ব্যাকরণিক গঠন ও উপাদান বিন্যাস

ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া*

প্রতিপাদ্যসার: সন্ধি বাংলা ব্যাকরণে নানা গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতায়, সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতায় চর্চিত ধ্বনিতত্ত্বের একটি বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সন্ধির সমস্যা-সীমাবদ্ধতা এসবের কোনোটিতে মনোযোগ না দিয়ে কেবল সন্ধি–বিচ্ছেদ ও সম্মিলিত প্রান্তের বিভিন্ন ব্যাকরণিক গঠন ও উপাদান বিন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে। এদিক থেকে বলা চলে এটি সন্ধির রূপধ্বনিতাত্ত্বিক প্রবন্ধ। এই আলোচনায় বাংলা উচ্চারণ-রীতির সঙ্গে সন্ধির নিয়মগুলোকে জড়িয়ে সাধারণ ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপধ্বনিতত্ত্বের গঠনসূত্রে সন্ধির বিভিন্ন ব্যাকরণিক গঠন ও উপাদান খুঁজে বের করে তাদের আলাদা মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

চাবি–শব্দ: মৌলিক শব্দ, উপসর্গ, প্রত্যয়, সাধিত শব্দ, অব্যয়, ক্রিয়ামূল, ধ্বনির মিলন, ধ্বনির লোপ, ধ্বনির পরিবর্তন, ধ্বনির বিয়োজন, ধ্বনির রূপান্তর।

১

বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সংস্কৃত থেকে আবর্তিত একটি বিষয়। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে সন্ধি ছিলো বলে বাংলা ব্যাকরণেও সন্ধি সেই ঐতিহ্যসূত্রে এসেছে। সন্ধিকে নিয়ে নানা মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। অনেকে সন্ধিকে বর্জনের পক্ষে মত দিয়েছেন, আবার অনেকে এটিকে বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। অনেকে সন্ধিকে সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের আওতাধীন বিষয় মনে করেন আবার অনেকে এটিকে রূপধ্বনিতত্ত্বের বিষয় মনে করেন। অনেকে মনে করেন বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির অবস্থান ধ্বনি পরিবর্তন অংশে, আবার অনেকে মনে করেন সন্ধির অবস্থান সমাসের পরে হওয়া উচিত। অনেকে বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির প্রচলিত শ্রেণিকরণকে গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে এতে নানা অবৈজ্ঞানিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। এভাবে নানা গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতায়, সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতায় বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি টিকে আছে। অতীতে এসব নিয়ে নানা বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধও রচিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এসব বিষয়ের কোনোটিতে মনোযোগ না দিয়ে কেবল সন্ধির বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদান বিন্যাস অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় বলা চলে উক্ত প্রবন্ধ সন্ধির গঠন ও উপাদান বিন্যাস সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ।

২

সাধারণ বাংলা ব্যাকরণগুলোতে সন্ধি বলতে কেবল সন্নিহিত দুইটি ধ্বনির মিলনকে বুঝানো হয়েছে। অথচ, সন্ধি কেবল সন্নিহিত দুইটি ধ্বনির মিলন নয়; এটি সন্নিহিত দুইটি ধ্বনির একটিকে লোপ অথবা একটি অপরটির প্রভাবে পরিবর্তনও বুঝায়। সন্ধিতে ধ্বনির লোপ হয়; ধ্বনির সংযোজন হয়; ধ্বনির বিয়োজন হয়; ধ্বনির রূপান্তরও ঘটে।

সন্ধিবদ্ধ হওয়ার আগে বিচ্ছেদ অবস্থায় পাশাপাশি থাকা ধ্বনিগুলোর মূলত দুইটি প্রান্তীয় অবস্থান দেখা যায়। প্রথম প্রান্তীয় অবস্থানে উচ্চারণে প্রাপ্ত শেষ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় প্রান্তীয় অবস্থানে উচ্চারণে প্রাপ্ত প্রথম ধ্বনি শেষ পর্যন্ত কখনো

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্মিলিত হয়; কখনো একের প্রভাবে অপরের লোপ হয়; কখনো একের প্রভাবে অপরের সংযোজন অথবা বিয়োজন বা রূপান্তর হয়ে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়। এভাবে পাশাপাশি থাকা অবস্থায় সন্ধি বিচ্ছেদের প্রথম প্রান্তে কখনো স্বরধ্বনি, কখনো ব্যঞ্জনধ্বনি, কখনো স্বরধ্বনিসহ বিসর্গ, কখনো ব্যঞ্জনধ্বনিসহ বিসর্গ দেখা যায়। অপরদিকে, বিচ্ছেদ প্রান্তের দ্বিতীয় অংশের শুরুতে কখনো স্বরধ্বনি, কখনো ব্যঞ্জনধ্বনি দেখা যায়। সুতরাং সন্ধির গঠন কৌশল হলো– 'বিচ্ছেদ প্রান্তের প্রথম অংশ + বিচ্ছেদ প্রান্তের শেষ অংশ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দ'। উক্ত গঠন কৌশলের আলোকে বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির প্রধান গঠনগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে:

ক. স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি = মিলিত শব্দ।
খ. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = মিলিত শব্দ।
গ. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি = মিলিত শব্দ।
ঘ. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = মিলিত শব্দ।
ঙ. বিসর্গ + স্বরধ্বনি = মিলিত শব্দ।
চ. বিসর্গ + ব্যঞ্জনধ্বনি = মিলিত শব্দ; ইত্যাদি।

৩

সন্ধির প্রধান গঠনগুলোতে বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো: উপসর্গ, প্রত্যয়, মৌলিক শব্দ, সাধিত শব্দ, অব্যয়, ক্রিয়ামূল ইত্যাদি। এসব উপাদানের কার্যকারিতায় মূলত সন্ধির বিভিন্ন অংশ সজ্জিত হয়। সন্ধির গঠনে এসব ব্যাকরণিক উপাদান যৌক্তিক ও কার্যকর ভূমিকা রেখে নতুন শব্দগঠন করে। এসব উপাদানের সমন্বয়ে এবার বিচ্ছেদ অংশের দুই প্রান্ত কীভাবে বিন্যস্ত হয় তাদেরকে আলাদা গঠন বিন্যাসে দেখানো হলো:

বিচ্ছেদ গঠন–১: শব্দ + শব্দ = মিলিত শব্দ।
বিচ্ছেদ গঠন–২: উপসর্গ + শব্দ = মিলিত শব্দ।
বিচ্ছেদ গঠন–৩: উপসর্গ + প্রত্যয় = মিলিত শব্দ।
বিচ্ছেদ গঠন–৪: শব্দ + প্রত্যয় = মিলিত শব্দ।
বিচ্ছেদ গঠন–৫: ক্রিয়ামূল + প্রত্যয় = মিলিত শব্দ।
বিচ্ছেদ গঠন–৬: ক্রিয়ামূল + শব্দ = মিলিত শব্দ।
বিচ্ছেদ গঠন–৭: অব্যয় + শব্দ/প্রত্যয় = মিলিত শব্দ; ইত্যাদি।

উক্ত গঠনগুলোতে বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক বিন্যাসের পর নানামাত্রিক পর্যবেক্ষণে আমরা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হবো–

ক). একই স্বরধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর পাশাপাশি থাকলে সেখানে হ্রস্বস্বর অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, দীর্ঘস্বর বহাল থাকে।

খ). দুইটি দীর্ঘস্বর পাশাপাশি থাকলে একটি দীর্ঘস্বর অস্তিত্বহীন হয়, একটি দীর্ঘস্বর বহাল থাকে।

গ). দুইটি হ্রস্ব স্বরধ্বনির সংযোগ ঘটলে একটি দীর্ঘস্বর তৈরি হয়।

ঘ). ভিন্নগোত্রের স্বরধ্বনির সঙ্গে ভিন্নগোত্রের স্বরধ্বনির সংযোগ ঘটলে ভিন্নস্বরধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। এখানে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর কোনোটির অস্তিত্ব থাকে না; নতুন স্বরধ্বনি তৈরি হয়ে ভিন্নতা প্রদর্শিত হয়।

ঙ). ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোগ হলে নতুন ব্যঞ্জনে রূপান্তর ঘটে, অর্থাৎ একটি ধ্বনিকে অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটায়। এই ধরনের পরিবর্তন সমীভবন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কখনো পূর্ণ সমীভবন, আবার কখনো আংশিক সমীভবনও ঘটে।

৪
বিচ্ছেদ গঠন–১: শব্দ + শব্দকেন্দ্রিক উপাদান

সন্ধির দুই প্রান্তে শব্দ ব্যবহার করে ধ্বনিসংযোগ ঘটিয়ে নতুন শব্দগঠন সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম প্রান্তে কখনো মৌলিক শব্দ, আবার কখনো সাধিত শব্দ; দ্বিতীয় প্রান্তেও কখনো মৌলিক শব্দ, আবার কখনো সাধিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে যেকোনো প্রান্তে সাধিত শব্দ গ্রহণের প্রবণতা খুব কম দেখা যায়। আমাদের পর্যবেক্ষণে মৌলিক শব্দের শেষ ধ্বনির সঙ্গে পরবর্তী মৌলিক শব্দের প্রথম ধ্বনির সংযোগ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নোক্ত ছকগুলো[১] (১.১ থেকে ১.৪ পর্যন্ত) শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দ গঠনের দৃষ্টান্ত।

ক. সংযোগ–ধরন: হ্রস্বস্বরগুলো লোপ হয়েছে। দীর্ঘস্বর বহাল রয়েছে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন
শ্রদ্ধা + অর্ঘ	শ্রদ্ধার্ঘ	আ + অ = আ
মহা + অর্ঘ	মহার্ঘ	আ + অ = আ
সিংহ + আসন	সিংহাসন	অ + আ = আ
গৃহ + আগত	গৃহাগত	অ + আ = আ
হিম + আলয়	হিমালয়	অ + আ = আ
দেব + আলয়	দেবালয়	অ + আ = আ
রত্ন + আকর	রত্নাকর	অ + আ = আ
আশা + অতীত	আশাতীত	আ + অ = আ
কথা + অমৃত	কথামৃত	আ + অ = আ
সতী + ইন্দ্র	সতীন্দ্র	ঈ + ই = ই
বধূ + উৎসব	বধূৎসব	ঊ + উ = ঊ
বহু + ঊর্ধ্ব	বহূর্ধ্ব	উ + ঊ = ঊ

ছক-১.১: শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

খ. সংযোগ–ধরন: ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন
শুভ + ইচ্ছা	শুভেচ্ছা	অ + ই = এ
সূর্য + উদয়	সূর্যোদয়	অ + উ = ও
হিত + উপদেশ	হিতোপদেশ	অ + উ = ও
পর + উপকার	পরোপকার	অ + উ = ও
মত + ঐক্য	মতৈক্য	অ + ঐ = ঐ
পূর্ণ + ইন্দু	পূর্ণেন্দু	অ + ই = এ
শ্রবণ + ইন্দ্রিয়	শ্রবণেন্দ্রিয়	অ + ই = এ
স্ব + ইচ্ছা	স্বেচ্ছা	অ + ই = এ
নর + ইন্দ্র	নরেন্দ্র	অ + ই = এ
গৃহ + ঊর্ধ্ব	গৃহোর্ধ্ব	অ + ঊ = ও
গঙ্গা + ঊর্মি	গঙ্গোর্মি	আ + ঊ = ও
চল + ঊর্মি	চলোর্মি	অ + ঊ = ও
মহা + উৎসব	মহোৎসব	আ + উ = ও
ফল + উদয়	ফলোদয়	অ + উ = ও
প্রশ্ন + উত্তর	প্রশ্নোত্তর	অ + উ = ও
জন + এক	জনৈক	অ + এ = ঐ
মহা + ঐশ্বর্য	মহৈশ্বর্য	আ + ঐ = ঐ
অতুল + ঐশ্বর্য	অতুলৈশ্বর্য	অ + ঐ = ঐ
বন + ওষধি	বনৌষধি	অ + ও = ঔ
মহা+ঔষধি	মহৌষধি	আ + ঔ = ঔ
পরম + ওষধ	পরমৌষধ	অ + ও = ঔ
মসী + আধার	মস্যাধার	ঈ + আ =য্ + আ
নদী + অম্বু	নদ্যম্বু	ঈ + অ = য্ + অ
গতি + অন্তর	গত্যন্তর	ই + অ = য্ + অ
পশু + অধম	পশ্বধম	উ + অ = ব্ + অ
পশু + আচার	পশ্বাচার	উ + আ = ব্ + আ
মনু + অন্তর	মন্বন্তর	উ + অ = ব্ + অ
পরম + ঈশ	পরমেশ	অ + ঈ = এ
মহা + ঈশ	মহেশ	আ + ঈ = এ
নর + ঈশ	নরেশ	অ + ঈ = এ
রমা + ঈশ	রমেশ	আ + ঈ = এ
শীত + ঋত	শীতার্ত	অ + ঋ = আর্

ছক-১.২: শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

গ. সংযোগ–ধরন: দুইটি হ্রস্ব স্বরধ্বনি মিলে একটি দীর্ঘ স্বরধ্বনি হয়েছে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন
রবি + ইন্দ্র	রবীন্দ্র	ই + ই = ঈ
নর + অধম	নরাধম	অ + অ = আ
হিম + অচল	হিমাচল	অ + অ = আ
প্রাণ + অধিক	প্রাণাধিক	অ + অ = আ
হস্ত + অন্তর	হস্তান্তর	অ + অ = আ
হিত + অহিত	হিতাহিত	অ + অ = আ
মরু + উদ্যান	মরূদ্যান	উ + উ = ঊ

ছক-১.৩: শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

ঘ. সংযোগ–ধরন: দুইটি দীর্ঘস্বরের একটি লোপ হয়েছে এবং অপর দীর্ঘস্বর বহাল রয়েছে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন
বিদ্যা + আলয়	বিদ্যালয়	আ + আ = আ
কথা + আলাপ	কথালাপ	আ + আ = আ
দিল্লী + ঈশ্বর	দিল্লীশ্বর	ঈ + ঈ = ঈ
ভূ + ঊর্ধ্ব	ভূর্ধ্ব	ঊ + ঊ = ঊ

ছক-১.৪: শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন–২: উপসর্গ + শব্দকেন্দ্রিক উপাদান

উপসর্গ হলো এক ধরনের অব্যয়সূচক শব্দাংশ। উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে। আমাদের পর্যবেক্ষণে সন্ধির বিচ্ছেদ অংশের প্রথম প্রান্তে উপসর্গ ব্যবহারের অনেক প্রমাণ উঠে এসেছে। বাংলা উপসর্গ, তৎসম উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গ থেকে প্রতি–, সু–, পরি–, উৎ–, সম্–, আ–, নির্– (কখনো নিঃ), দুর্–(কখনো দুঃ) ইত্যাদি উপসর্গগুলোর শেষ প্রান্তীয় ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় প্রান্তে শব্দপ্রারম্ভিক ধ্বনির সংযোগ ঘটিয়ে সন্ধি প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দগঠন করেছে। এই উপসর্গগুলোর পর কখনো মৌলিক শব্দ, কখনো সাধিত শব্দ ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও উপসর্গের পর মৌলিক শব্দের গ্রহণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর স্বাধীন কোনো অর্থ পরিলক্ষিত হয়নি, কেবল পরবর্তী ধ্বনির সংযোগ ঘটিয়ে একটি অর্থবহ শব্দে পরিণত হতে সহায়ক হয়েছে। পরবর্তী শব্দকে অর্থপূর্ণতা প্রদান, অর্থ–সম্প্রসারণ, অর্থ–সংকোচন, অর্থ–পরিবর্তন অব্যাহত রেখে উপসর্গ কেবল তার স্বভাবধর্ম পালন করেছে। সংযোগ–ধরনসহ বিস্তারিত বিন্যাস ছকে[২] দেখানো হলো:

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ–ধরন
প্রতি + এক	প্রত্যেক	ই + এ = য্ + এ	
প্রতি + ছবি	প্রতিচ্ছবি	ই + ছ = চ্ + ছ	
আ + চর্য	আশ্চর্য	আ + চ = শ্ + চ	১. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
সু + অল্প	স্বল্প	উ + অ = ব্ + অ	
সু + আগতম	স্বাগতম	উ + আ = ব্ + আ	
পরি + ছদ	পরিচ্ছদ	ই + ছ = চ্ + ছ	
পরি + ছেদ	পরিচ্ছেদ	ই + ছ = চ্ + ছ	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
পরি + কার	পরিষ্কার	ই + ক = ষ্ + ক	
উৎ + শ্বাস	উচ্ছ্বাস	ত্ + শ = চ্ + ছ	
উৎ + লাস	উল্লাস	ত্ + ল = ল্ + ল	
উৎ + ঘাটন	উদ্‌ঘাটন	ত্ + ঘ = দ্ + ঘ	
উৎ + যোগ	উদ্যোগ	ত্ + য = দ্ + য	
উৎ + বন্ধন	উদ্বন্ধন	ত্ + ব = দ্ + ব	৩. কখনো পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক সমীভবন হয়েছে।
উৎ + ছেদ	উচ্ছেদ	ত্ + ছ = চ্ + ছ	
উৎ + জ্বল	উজ্জ্বল	ত্ + জ = জ্ + জ	
সম্ + রক্ষণ	সংরক্ষণ	ম্ + র = ং + র	
সম্ + বাদ	সংবাদ	ম্ + ব = ং + ব	
বি + ছেদ	বিচ্ছেদ	ই + ছ = চ্ + ছ	৪. কখনো সমবর্গীয় নাসিক্য সমীভবন হয়েছে।
বি + ছিন্ন	বিচ্ছিন্ন	ই + ছ = চ্ + ছ	
নিঃ + স্তব্ধ	নিস্তব্ধ/নিঃস্তব্ধ	ইঃ + স্ত = স্ত	
নিঃ + স্পন্দ	নিস্পন্দ/নিঃস্পন্দ	ইঃ + স্প = স্প	
নিঃ + আকার	নিরাকার	ইঃ + আ = র + আ	
নিঃ + আকরণ	নিরাকরণ	ইঃ + আ = র + আ	৫. কখনো তালব্যীভবন হয়েছে।
নিঃ + জন	নির্জন	ইঃ + জ = র + জ	
নিঃ + রব	নীরব	ইঃ + র = ঈ + র	
নিঃ + রস	নীরস	ইঃ + র = ঈ + র	
নিঃ + কর	নিষ্কর	ইঃ + ক = ষ্ + ক	৬. কখনো মূর্ধন্যীভবন হয়েছে।
নিঃ + ঠুর	নিষ্ঠুর	ইঃ + ঠ = ষ্ + ঠ	
নিঃ + ফল	নিষ্ফল	ইঃ + ফ = ষ্ + ফ	
নিঃ + পাপ	নিষ্পাপ	ইঃ + প = ষ্ + প	
প্র + ছদ	প্রচ্ছদ	অ + ছ = চ্ + ছ	
উৎ + স্থান	উত্থান	ত্ + স্থ = থ	৭. বিশেষ নিয়মে সাধিত হয়েছে।
উৎ + স্থাপন	উত্থাপন	ত্ + স্থ = থ	
সম্ + কার	সংস্কার	ম্ + ক = ং + স্ক	
সম্ + কৃত	সংস্কৃত	ম্ + ক = ং + স্ক	
পরি + ঈক্ষা	পরীক্ষা	ই + ঈ = ঈ	৮. হ্রস্বস্বর লোপ হয়ে দীর্ঘস্বর বহাল রয়েছে।
প্রতি + ঈক্ষা	প্রতীক্ষা	ই + ঈ = ঈ	

ছক-২: উপসর্গ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দ।

বিচ্ছেদ গঠন–৩: উপসর্গ + প্রত্যয়কেন্দ্রিক উপাদান

উপসর্গ ও প্রত্যয় বাংলা শব্দগঠনে বড় ব্যাকরণিক উপাদান। নতুন শব্দগঠনে উভয়েরই পরম আশ্রয় হয় শব্দমূল এবং ক্রিয়ামূল। শব্দমূল এবং ক্রিয়ামূল উভয়ের আগে বসে উপসর্গ এবং পরে বসে প্রত্যয়। তবে উপসর্গ এবং প্রত্যয় সন্ধিতে ঘনিষ্ঠ অবস্থানে আসতে পারে কেবল তাদের ধ্বনিগত প্রান্তের কারণে। উপসর্গের প্রান্তীয় শেষ ধ্বনির সঙ্গে প্রত্যয় প্রান্তীয় প্রথম ধ্বনির সংযোগে নতুন শব্দগঠনের বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। উপসর্গ এবং প্রত্যয় উভয়ই কেবল শব্দাংশ। দুটোরই নিজের কোনো স্বাধীন অর্থ নেই, অথচ উভয়ের ধ্বনি সংযোগে উভয়ে সংযুক্ত হয়ে একটি অর্থবহ শব্দগঠন করতে পারে। বাংলা ব্যাকরণে দুইটি অর্থহীন বিষয় একত্র হয়ে কেবল অর্থবহ শব্দ তৈরির এমন দৃষ্টান্ত সন্ধি ছাড়া অন্যত্র বিরল। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলো নমুনা হিসেবে ছকে[৩] দেওয়া যেতে পারে–

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ–ধরন
অতি + ইত	অতীত	ই + ই = ঈ	১. দুইটি হ্রস্বস্বর মিলে একটি দীর্ঘস্বর হয়েছে।
অতি + ইব	অতীব	ই + ই = ঈ	
প্রতি + ইত	প্রতীত	ই + ই = ঈ	
অতি + অন্ত	অত্যন্ত	ই + অ = য্ + অ	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
অনু + ইত	অন্বিত	উ + অ = ব্ + অ	
দুঃ + থ	দুস্থ	উঃ + থ = স্থ	৩. ভিন্নধরনের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
দুঃ + স্থ	দুঃস্থ	উঃ + স্থ = ঃস্থ	
নিঃ + চয়	নিশ্চয়	ইঃ + চ = শ্চ	

ছক-৩: উপসর্গ + প্রত্যয় = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন–৪: শব্দ + প্রত্যয়কেন্দ্রিক উপাদান

মৌলিক শব্দকে সন্ধি গঠনের প্রাণ বলা হয়। সন্ধি-বিচ্ছেদ প্রান্তে এর অস্তিত্ব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। যেক্ষেত্রে প্রাতিপদিক এর প্রান্তীয় ধ্বনির সঙ্গে প্রত্যয় প্রান্তীয় প্রথম ধ্বনির সন্ধি হয় সেক্ষেত্রে প্রথম অবস্থানে থাকে মৌলিক শব্দ। প্রত্যয়-পূর্ব এই মৌলিক শব্দ প্রত্যয় থেকে প্রথম ধ্বনিকে গ্রহণ করে বিচিত্র অর্থে নতুন শব্দগঠন করে। একটি মৌলিক শব্দ একটি প্রত্যয় থেকে প্রথম ধ্বনিকে গ্রহণ করে যে রূপান্তর ঘটায় তাতে বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিটি তীব্রভাবে প্রমাণিত হয়। সন্ধি না হলে শব্দ প্রান্তীয় শেষ ধ্বনি ও প্রত্যয় প্রান্তীয় প্রথম ধ্বনির এমন রূপান্তর ঘটানো প্রায় অসম্ভব ছিলো। নিম্নোক্ত ছকের[৪] নমুনাগুলো উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ–ধরন
সদা + এব	সদৈব	আ + এ = ঐ	১. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
আদি + অন্ত	আদ্যন্ত	ই + অ = য্ + অ	
অনু + ইত	অন্বিত	উ + ই = ব্ + ই	
তনু + ঈ	তন্বী	উ + ঈ = ব্ + ঈ	
অনু + অয়	অন্বয়	উ + অ = ব্ + অ	
পুনঃ + অপি	পুনরুপি	অঃ + অ = র্	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর রূপান্তর হয়েছে।
পতৎ + অঞ্জলি	পতঞ্জলি	ত্ + অ = ঞ্জ	৩. নিপাতন ব্যঞ্জনসন্ধি

ছক-৪: শব্দ + প্রত্যয় = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন–৫: ক্রিয়ামূল + প্রত্যয়কেন্দ্রিক উপাদান

ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ক্রিয়ামূল বলে। ক্রিয়ামূলের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েও বাংলায় নতুন শব্দগঠন করে। সন্ধি প্রক্রিয়ায় বিচ্ছেদ অংশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর প্রথম অংশে ক্রিয়ামূলের শেষ প্রান্তীয় ধ্বনি এবং প্রত্যয় প্রান্তের প্রথম ধ্বনি সংযোগ হয়ে নানা ধরনের শব্দগঠন করে। এক্ষেত্রে মৌলিক ক্রিয়ামূল সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি উভয়ের ক্রিয়ামূল ও প্রত্যয়প্রান্ত সন্ধি পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত ছকের[৫] উদাহরণগুলো তার ব্যাপকতা প্রমাণ করে–

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ–ধরন
নে + অন	নয়ন	এ + অ = অয় + অ	১. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
শে + অন	শয়ন	এ + অ = অয় + অ	
নৈ + অক	নায়ক	ঐ + অ = আয় + অ	
গৈ + অক	গায়ক	ঐ + অ = আয় + অ	
পো + অন	পবন	ও + অ = অব্ + অ	
লো + অন	লবণ	ও + অ = অব্ + অ	
পৌ + অক	পাবক	ঔ + অ = আব্ + অ	
পো + ইত্র	পবিত্র	ও + ই = অব্ + ই	
নৌ + ইক	নাবিক	ঔ + ই = আব্ + ই	
ভৌ + উক	ভাবুক	ঔ + উ = আব্ + উ	
দিক্ + অন্ত	দিগন্ত	ক্ + অ = গ্ + অ	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
ণিচ + অন্ত	ণিজন্ত	চ্ + অ = জ্ + অ	
সুপ্ + অন্ত	সুবন্ত	প্ + অ = ব্ + অ	
শম্ + কা	শঙ্কা	ম্ + ক = ঙ্ + ক	

যাচ্ + না	যাচঞা	চ্ + ন = চ্ + ঞ	৩. আংশিক প্রভাবিত পরিবর্তন হয়েছে।
রাজ্ + নী	রাজ্ঞী	জ্ + ন = জ্ + ঞ	
যজ্ + ন	যজ্ঞ	জ্ + ন = জ্ + ঞ	
কৃষ্ + তি	কৃষ্টি	ষ্ + ত = ষ্ + ট	
ষষ্ + থ্	ষষ্ঠ	ষ্ + থ্ = ষ্ + ঠ	
দৃষ্ + তি	দৃষ্টি	ষ্ + ত = ষ্ + ট	
সৃজ্ + তি	সৃষ্টি	জ্ + ত = ষ্ + ট	
ষষ্ + থী	ষষ্ঠী	ষ্ + থ = ষ্ + ঠ	
কিম্ + বা	কিংবা	ম্ + ব = ং + ব	
এবম্ + বিধ	এবংবিধ	ম্ + ব = ং + ব	

ছক-৫: ক্রিয়ামূল + প্রত্যয় = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন–৬: ক্রিয়ামূল + শব্দকেন্দ্রিক উপাদান

কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রিয়ামূলের সঙ্গে মৌলিক শব্দকেন্দ্রিক বিচ্ছেদ গঠনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত ছকে[৬] কতগুলো নমুনা দেওয়া হলো:

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ–ধরন
ক্ষুধ্ + কাতর	ক্ষুৎকাতর	ধ্ + ক= ত্ + ক	১. ভিন্নধরনের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
ক্ষুধ্ + পিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা	ধ্ + প = ত্ + প	
অহম্ + কার	অহংকার	ম্ + ক = ং + ক	
প্রাক্ + আর্য	প্রাগার্য	ক্ + আ = গ্ + আ	
বাক্ + ইন্দ্রিয়	বাগিন্দ্রিয়	ক্ + ই = গ্ + ই	
চিৎ + আকাশ	চিদাকাশ	ত্ + আ = দ্ + আ	২. আংশিক প্রভাবিত পরিবর্তন হয়েছে।
ল্যপ্ + অর্থক	ল্যবর্থক	প্ + অ = ব্ + অ	
দিক্ + দর্শন	দিগদর্শন	ক্ + দ = গ্ + দ	
ষট্ + দর্শন	ষড়দর্শন	ট্ + দ = ড্ + দ	৩. কখনো ঘোষীভবন হয়েছে।
দিক্ + বিদিক	দিগ্‌বিদিক	ক্ + ব = গ্ + ব	
মৃত্যুম্ + জয়	মৃত্যুঞ্জয়	ম্ + জ = ঞ্ + জ	৪. কখনো অঘোষীভবন হয়েছে।

ছক-৬: ক্রিয়ামূল + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন–৭: অব্যয় + শব্দ/প্রত্যয়কেন্দ্রিক উপাদান

অব্যয় হলো অপরিবর্তনীয় শব্দ। কয়েকটি বিশেষ তৎসম অব্যয় সন্ধির প্রথম প্রান্তে ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: যথা, তথা, যদি, সদা ইত্যাদি। এই অব্যয়গুলোর সঙ্গে কখনো প্রত্যয়, আবার কখনো শব্দ সংযোগ হয়ে সন্ধি প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ গঠিত হতে দেখা যায়। কয়েকটি নমুনা নিম্নোক্ত ছকে[৭] দেওয়া হলো:

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ–ধরন
যথা + অর্থ	যথার্থ	আ + আ = আ	১. দুইটি দীর্ঘস্বরের একটি লোপ হয়েছে অপরটি বহাল রয়েছে।
সদা + আনন্দ	সদানন্দ	আ + আ = আ	
যথা + উচিত	যথোচিত	আ + উ = ও	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
যথা + উপযুক্ত	যথোপযুক্ত	আ + উ = ও	
যথা + ইষ্ট	যথেষ্ট	আ + ই = এ	
যদি + অপি	যদ্যপি	ই + অ = য্ + অ	

ছক-৭: অব্যয় + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন/ অব্যয় + প্রত্যয় = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

৫

পরিশেষে প্রমাণিত হয় যে, সন্ধি হলো পাশাপাশি ধ্বনির মিলন, লোপ, সংযোজন, বিয়োজন ও রূপান্তরসহ ইত্যাদি ধরনের ধ্বনিপরিবর্তন। সন্ধিতে পাশাপাশি থাকা স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির; স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির; ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির; ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির; বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনির; বিসর্গের সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলন, লোপ, সংযোজন, বিয়োজন ও রূপান্তরসহ ইত্যাদি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। সব ধরনের সন্ধি ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম মেনে চলে। সন্ধিতে ধ্বনি লোপ হওয়া, ধ্বনির উদ্ভব হওয়া এবং ধ্বনির রূপান্তর হওয়া ধ্বনিপরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রবণতার অংশ। ধ্বনিপরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রবণতায় সন্ধি বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদানের ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত এক অসাধারণ সম্মিলন।

ছক গঠন ও উদাহরণ

১ **ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে–**

(ক) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৯৩৯)। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলকাতা।
(খ) বাংলা একাডেমি (২০১১)। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দুই খণ্ড)*, ঢাকা।
(গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (১৯৮৩, ২০০৫, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, নবম-দশম শ্রেণি।

২ **ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে–**

(ক) শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ (১৯৩৬)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, ঢাকা।
(খ) বাংলা একাডেমি (২০১৪)। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ*, ঢাকা।
(গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০১৮, ২০২০, ২০২৩)। *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, অষ্টম শ্রেণি।

৩ **ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে–**

(ক) বিদ্যাভূষণ, নকুলেশ্বর (১৮৯৮)। *ভাষাবোধ বাঙলা ব্যাকরণ*, কলকাতা।
(খ) হক এনামুল, মুহম্মদ (১৯৫২)। *ব্যাকরণ মঞ্জুরী*, রাজশাহী।
(গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০১৮, ২০২০, ২০২৩)। *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, সপ্তম শ্রেণি।

[৪] **ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে:**

(ক) রায়, রামমোহন (১৮৩৩)। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*, কলকাতা।
(খ) সরকার, পবিত্র (১৯৯৪)। *পকেট বাংলা ব্যাকরণ*, কলকাতা।
(গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, নবম-দশম শ্রেণি।

[৫] **ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে:**

(ক) বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র (১৮৫০)। *সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী*, কলকাতা।
(খ) মুখোপাধ্যায়, অশোক (১৯৯৭)। *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, কলকাতা।
(গ) চাকী, জ্যোতিভূষণ (১৯৯৬)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, কলকাতা।
(ঘ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০১৮, ২০২০, ২০২৩)। *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ষষ্ঠ শ্রেণি।

[৬] **ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে:**

(ক) সরকার, শ্যামাচরণ (১৮৫২)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলকাতা।
(খ) দাশ, নির্মল (১৯৮৭)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, কলকাতা, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
(গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (১৯৮৩, ২০০৫, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, নবম-দশম শ্রেণি।

[৭] **ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে:**

(ক) মুখোপাধ্যায়, নীলমণি (১৮৭১)। *নববোধ ব্যাকরণ*, কলকাতা।
(খ) বাংলা একাডেমি (১৯৭৪)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা।
(গ) বাংলা একাডেমি (২০১৬)। আধুনিক *বাংলা অভিধান*, ঢাকা।
(ঘ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, নবম-দশম শ্রেণি।

তথ্যসূত্র

আজাদ, হুমায়ুন। *বাক্যতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪।

আজাদ, হুমায়ুন। *বাঙলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলকাতা, ১৯৩৯।

চাকী, জ্যোতিভূষণ। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, কলকাতা, ১৯৯৬।

চৌধুরী, মুনীর ও হায়দার, মোফাজ্জল। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, নবম-দশম শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, ২০০৫, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *শব্দতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯০৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা ভাষা পরিচয়*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৩৮।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা, ১৩০৮।

দাশ, নির্মল। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৭।

দাক্ষী, অলিভা। *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৩।

বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমি *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা, ১৯৭৪।

বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, ঢাকা, ২০১৬।

বাংলা একাডেমি। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দুই খণ্ড)*, ঢাকা, ২০১১।

বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ, ঢাকা, ২০১৪।

বিশ্বাস, সুখেন। *প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪।

ভট্টাচার্য্য, শিশির। *বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।

ভট্টাচার্য্য, শিশির। *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

ভট্টাচার্য্য, সুভাষ। *বাঙালির ভাষা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০০।

মিশ্র, সরস্বতী। *বিতর্ক : বাংলা ব্যাকরণ*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৭।

মুখোপাধ্যায়, অশোক। সংসদ ব্যাকরণ অভিধান, কলকাতা, ১৯৯৭।

রহমান, মতিয়র। ব্যাকরণের রস, অবসর, ঢাকা, ২০১৫।

সরকার, স্বরোচিষ। *বাংলা ভাষার বর্ণনা একটি বিকল্প ব্যাকরণ* (মূল: রুথ টমসন, হানা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২১।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, ঢাকা, ১৯৩৬।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা, ১৩০৮।

সরকার, যতীন। *গল্পে গল্পে ব্যাকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮।

সরকার, যতীন। *ব্যাকরণের ভয় অকারণ*, নন্দিত, ঢাকা, ২০১৫।

সরকার, পবিত্র। *পকেট বাংলা ব্যাকরণ*, কলকাতা, ১৯৯৪।

সরকার, পবিত্র। *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬।

সরকার, স্বরোচিষ ও অন্যান্য। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪।

সেন, সুকুমার। *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৪।

হক এনামুল, মুহম্মদ। *ব্যাকরণ মঞ্জুরী*, রাজশাহী, ১৯৫২।

হক, মাহবুবুল। *বাংলা ভাষা কয়েকটি প্রসঙ্গ*, অবসর, ঢাকা, ২০০৪।

হালদার, গুরুপদ। *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩৫০।

হাই আবদুল, মুহম্মদ। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৪।